১৮৬

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ...JAN. ৩ ..1999

পৃষ্ঠা: ১৫ কলাম: ৬

ছাত্রী পীড়ন, পেশাজীবিরা কি বলেন

তনুজা শর্মা

রটনা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যৌন নিপীড়নবিরোধী আন্দোলন এখন আর এক বা একাধিক শিক্ষকের বিরোধিতায় সীমাবদ্ধ নেই। যদিও আন্দোলন শুরু হয়েছিল পত্রিকান্তরে প্রকাশিত এক শিক্ষক কর্তৃক ছাত্রী লাঞ্ছিত হওয়ার একটি সংবাদের সূত্র ধরে। পরে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যৌন নিপীড়ক বলে অভিযুক্ত শিক্ষক কতটা দায়ী তা তদন্ত করার জন্য গঠন করেছে তদন্ত কমিটি। তদন্ত চলছে এ ঘটনার। তবে ছাত্রছাত্রীদের ঐক্যবদ্ধ একটি প্ল্যাটফরম যার নাম তারা রেখেছে 'যৌন নিপীড়ন বিরোধী ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ' তারা যৌন হয়রানি বিরোধী নীতিমালা প্রণয়ন ও নির্ভয়ে হয়রানির ঘটনা অভিযোগের জন্য সেল গঠনের দাবিতে আন্দোলন শুরু করেছে। তাদের দাবি- তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে এ প্রবণতা বন্ধ করতে চায়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এ ঘটনার আলোড়ন বিশ্ববিদ্যালয়েই শুধু নয়- ছড়িয়ে পড়েছে সারাদেশে। নানা মন্তব্য উত্থাপিত হচ্ছে সমাজে। সচেতন মহল এ পরিস্থিতিকে কিভাবে দেখছেন জানতে গিয়ে কথা হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'জন শিক্ষক, আইনজীবী, অভিভাবক ও নারী নেত্রীর সঙ্গে। তবে এ পরিস্থিতি সম্পর্কে আরো স্পষ্ট হওয়ার জন্য ঘটনার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত ছাত্র-রাজনৈতিক সংগঠনের তিন নেতা এবং যৌন নিপীড়ন বিরোধী ছাত্রছাত্রীবৃন্দের এক নেত্রীর বক্তব্যও সংগ্রহ করা হয়।

সাজ্জাদ হোসেন/ছাত্র নেতা

বাংলাদেশ ছাত্রলীগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি সাজ্জাদ হোসেন বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করেন অত্যন্ত সতর্কভাবে। তিনি বলেন, আমাদের এক শিক্ষক কর্তৃক এক ছাত্রী লাঞ্ছিত হওয়ার সংবাদ জানার পর আমরা এ ঘটনার তদন্ত দাবি করি। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাৎক্ষণিকভাবে আমাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে তদন্ত কমিটি গঠন করেছেন। অভিযুক্ত শিক্ষককে সাময়িকভাবে বরখাস্তও করেছেন। ফলে আমরা এখনই ধ্বংসাত্মক কোন আন্দোলনের প্রয়োজন আছে বলে মনে করিনি। কিন্তু একটি মহল আন্দোলনের নামে আকস্মিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে নৈরাজ্যের সৃষ্টি করে। ফলে যে আন্দোলন সকল স্তরের ছাত্রছাত্রীর কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠার কথা ছিল সে আন্দোলনই অজনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। আন্দোলনকারীরা বাধার সম্মুখীন হয়েছে। যারা তাদেরকে বাধা দিয়েছে নিঃসন্দেহে তারা অপরাধী। আমরা এ অপরাধীদেরও বিচার দাবি করেছি।

মনির হোসেন/ছাত্র নেতা

ছাত্রদল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি মনির হোসেন জানান, এ অভিযোগটি যেহেতু এসেছে আমাদের একজন সম্মানিত শিক্ষকের বিরুদ্ধে, তাই অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ার আগে ছাত্রদল আন্দোলনে যাচ্ছে না। তবে যৌন নিপীড়নের বিরুদ্ধে ছাত্রীদের অন্যান্য দাবিকে আমরা সমর্থন করি। বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে মতামত হচ্ছে- উদ্ভূত এ পরিস্থিতির জন্য কর্তৃপক্ষের অদূরদর্শিতা দায়ী। এ প্রশাসন ক্ষমতায় থাকলে পরিস্থিতি আরো ঘোলাটে হবে।

অনিন্দ্য রহমান/ছাত্র নেতা

বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক অনিন্দ্য রহমান জানিয়েছেন, ছাত্রী লাঞ্ছনার খবর প্রকাশিত হওয়ার পর যৌন নিপীড়ন বিরোধী ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ নামে একটা প্ল্যাটফরম তৈরি হয়। তারা মিছিল-সমাবেশ শুরু করে। আমরা ছাত্র সংগঠনগুলোও নিষ্ক্রিয় থাকিনি- বিশেষ করে গণতান্ত্রিক ছাত্র ঐক্যভুক্ত সংগঠনগুলো, প্রকৃত ঘটনা কি সে বিষয়ে সংশয় ছিল আমাদের। আমরা দাবি জানাই তদন্ত করে বের করা হোক প্রকৃত ঘটনা। যৌন নিপীড়নের এ ঘটনাকে আমরা শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনা হিসেবে দেখছি না, শ্রেণী বিভক্ত, পুরুষশাসিত সমাজের সামগ্রিক চিত্র এমনই। সমস্যাগুলো বিচ্ছিন্ন কিছু নয়- সামগ্রিক রাজনৈতিক সমস্যা। এজন্য রাজনৈতিকভাবে বৃহত্তর ঐক্য করতে চাই। প্রয়োজনে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে আন্দোলনেও যাবো।

ফারজানা রূপা/আন্দোলন-নেত্রী

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের ছাত্রী যৌন নিপীড়ন বিরোধী ছাত্রছাত্রীবৃন্দের অন্যতম সংগঠক ফারজানা রূপা জানিয়েছেন এই যৌন নিপীড়ন বিরোধী ঘটনার প্রতিবাদ করতে গিয়ে আমরা সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি তা ঠিক নয়। আমরা যৌন নিপীড়ন বিরোধী ছাত্র-ছাত্রীরা যখন মিছিলে যাই তখন আমাদের উপর ইট, থুথু, পানি ছিটানো সত্ত্বেও আমাদের মিছিল থেকে কেউ বিচ্ছিন্ন হয়নি। এরপর আমরা মেয়েদের হলগুলোতে গিয়ে প্রায় ৭-৮শ' ছাত্রীর সঙ্গে মিলিত হই। আমরা তাদের জিজ্ঞেস করি আমাদের মিছিলের উপর এ ধরনের হামলা হচ্ছে, এখন আমরা কি প্রতিবাদ চালিয়ে যাবো? তারা আমাদের মিছিল-সমাবেশ চালিয়ে যেতে বলেন। আমরা কর্মসূচি ঘোষণা করেছি আবারও। যতক্ষণ না আমাদের দাবি পূরণ হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত।

এম এম আকাশ/শিক্ষক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষক ডঃ এম এম আকাশের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা হলে তিনি জানান- বিশ্ববিদ্যালয়ের মত সর্বোচ্চ শিক্ষার পাদপীঠে 'যৌন নিপীড়ক' যদি সে ছাত্র, শিক্ষক, কর্মচারী বা অন্য কোন বিশেষ ক্ষমতাবান ব্যক্তি হন দ্রুত তার দোষ নির্ধারণ করে সেই অনুযায়ী প্রাপ্য শাস্তি বিধান করা খুবই জরুরি। এই মূল লক্ষ্যকে সামনে রেখে একটি সামগ্রিক নীতিমালা প্রণয়ন, অভিযোগ দাখিলের জন্য নিরপেক্ষ ও সম্মানিত শিক্ষিকাদের সমন্বয়ে সেল গঠন, যৌন নিপীড়ক হিসেবে ইতিমধ্যেই অভিযুক্ত হয়েছেন এবং তা প্রমাণিত হয়েছে এমন 'শিক্ষকের পুনর্নিয়োগ প্রদান না করা, তদন্ত কমিটির রিপোর্টের প্রাসঙ্গিক অংশ প্রকাশ করা এবং তদন্ত কমিটিতে ছাত্রী প্রতিনিধির (কি ভাবে সেটা করা যায় তা নিয়ে অবশ্য ভাবতে হবে) অন্তর্ভুক্তির দাবি যৌক্তিক এবং সমর্থনযোগ্য বলে আমি মনে করি। তবে কোন সময়ই এই স্পর্শকাতর বিষয়টি নিয়ে ঢালাও বা সাধারণ অভিযোগ করা উচিত নয়। মনে রাখা উচিত যে, সকল শিক্ষক যেমন দেবতা নয়, সকল ছাত্রীও তেমনি দেবী নয়। তাই এক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে বর্তমানে যে সুনির্দিষ্ট তদন্ত অব্যাহত রয়েছে তার ফলাফল প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত এ বিষয়ে নাম ধরে পক্ষ-বিপক্ষ প্রচারাভিযান থেকে বিরত থাকাই সমীচীন।

আমি উপরোক্ত দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে পরিচালিত যেকোন আন্দোলনের সঙ্গে আমার সংহতি জ্ঞাপন করছি।

শওকত আরা হোসেন/শিক্ষক

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপিকা ডঃ শওকত আরা হোসেন বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে এক শিক্ষক দ্বারা যে ঘটনা ঘটে গেছে বলে প্রকাশিত, সে ঘটনাটি যদি আদৌ সত্য হয় তবে তা হবে একটি অত্যন্ত গর্হিত কাজ। ঘটনাটি এখনও তদন্ত কমিটিতে রয়েছে, তাই আমার মতে ছাত্র-ছাত্রীরা সম্পূর্ণ নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আন্দোলন করে কর্তৃপক্ষকে স্মরণ করিয়ে দেবে যাতে তদন্ত নিরপেক্ষ এবং যথাযথ হয়। তদন্ত কমিটি যদি সুষ্ঠু নিরপেক্ষ তদন্ত করতে সক্ষম না হয়, যদি কমিটি ব্যর্থতার প্রমাণ পাওয়া যায় তখনই ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক এবং সচেতন মানুষ মিলে মারমুখী আন্দোলনে যাবে, তার আগে নয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সব সময় বড় বড় রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে অগ্রগামী ভূমিকা রেখেছে- আমার বিশ্বাস এই পরিস্থিতিতেও একটি সুন্দর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

ফরিদা আখতার / নারীনেত্রী

নারীনেত্রী ফরিদা আখতার 'যৌন নিপীড়ন বিরোধী ছাত্রছাত্রীবৃন্দ'কে ছাত্রছাত্রীদের অগ্রসর অংশের প্রতিনিধি হিসেবে আখ্যায়িত করে বলেন, আমি যতদূর জানি তারা কোন একটি বিশেষ ঘটনাকে নিয়ে আন্দোলনে নামেনি। তারা যৌন নিপীড়নের যে সমস্ত অভিযোগ বিভিন্ন সময়ে উত্থাপিত হয়েছে সেগুলোর সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচার দাবি করছে একথা সত্য। তবে তাদের আন্দোলনে তার চেয়ে প্রাণিধানযোগ্য দিক হচ্ছে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভবিষ্যতে আর কোন ছাত্রীকে যেন এমন হয়রানির শিকার হতে না হয় তা নিশ্চিত করতে চায়। এজন্য যৌন হয়রানি বিরোধী নীতিমালা প্রণয়নের দাবি করেছে। নীতিগতভাবে এ আন্দোলনকে তাই আমি সমর্থন করি।

তারানা হালিম / আইনজীবী

আইনজীবী তারানা হালিম বলেন, কোন শিক্ষক যদি যৌন নিপীড়ক বলে প্রমাণিত হয় তবে তার বিচার হওয়া উচিত প্যানেল কোডে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিরাজমান সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে তিনি এ মন্তব্য করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে সাম্প্রতিক সময়ে অনেক ঘটন-অঘটনের সংবাদ শুনেছি। এসব ঘটনার কিছু কিছু ব্যক্তিগতভাবে আমাকে পীড়িত করেছে। আমি চাই বিশ্ববিদ্যালয়ে যৌন হয়রানির মতো ন্যক্কারজনক ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটুক।

ফাতেমা তুজ জোহরার/ কণ্ঠ শিল্পী

শিল্পী ফাতেমা তুজ জোহরার মেয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে এক ছাত্রীর অভিভাবক হিসেবে ফাতেমাতুজ জোহরার প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে তিনি বলেন, কোন ছাত্রী যদি তার শিক্ষক কর্তৃক যৌন নিপীড়নের শিকার হয় তবে এর চেয়ে লজ্জার, ঘৃণার অধিক কি থাকে? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কারো কারো বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগের তদন্ত চলছে। তদন্তে যদি সত্যি কোন শিক্ষক অভিযুক্ত বলে প্রমাণিত হয় আমি তার সর্বোচ্চ শাস্তি চাইব।